আরতি

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত

সন ১৩০৯

কুন্তলীন প্রেস হইতে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ৩৫।২ বিডন ষ্ট্রীট,
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী

প্রিয়তমেষু।

কাব্যের কারণোত্তর

'চাঁদ সওদাগর' সেকালের অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভার একটী উৎকৃষ্ট সৃষ্টি এবং একালের ও সকল কালের বরণীয় চরিত্র। কবি ইচ্ছা করিয়াই নিজের সৃষ্ট সেই উজ্জ্বল উন্নত চরিত্রের আগাগোড়া সঙ্গতি রক্ষা করেন নাই; অপিচ উহাকে শেষকালে ক্ষুণ্ণ ও খর্ব্ব করিয়া ছাড়িয়াছেন; নহিলে; মনসার মাহাত্ম্য জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে না! ইহাতে কাব্যসৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ভগবতীভক্তি বা ভগবদ্ভক্তি অজ্ঞাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই এমন চাঁদেও কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে!—দুঃখের সহিত সসম্ভ্রমে এ কথা বলিতে হইতেছে। এই পদাঙ্কানুবর্ত্তী চাঁদের গৌরবের দিনের একটী চিত্র বাছিয়া লইয়াও মতভেদবশতঃ আদর্শের সম্যক্ অনুসরণ

করিতে পারিল না। যাঁহারা একাল ও সেকাল তুলনা করিয়া সহজ মীমাংশায় আসিবেন, তাঁহাদের নিকট এ সকল কথা নিতান্তই অত্যুক্তি মনে হইবে। কিন্তু ইহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, পৌরাণিক চরিত্র বা চিত্রগুলির ভিত্তি ও বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া উহার আধুনিক অঙ্গরাগ যদি মূলের সঙ্গে স্থলবিশেষে বর্ণভেদ ঘটায়, তবে সে অমিলে ক্ষতি নাই ; বরং লাভ আছে।

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই বৃটিশসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া পরাস্ত ও নিহত হ'ন। কথিত আছে, শেষযুদ্ধযাত্রার প্রক্কালে তিনি স্বীয় সৈন্য-গণকে উন্মদ-উদ্দাম উদ্দীপনায় উত্তেজিত করিয়া তোলেন, এবং সে যুদ্ধেও স্বয়ং তাহাদের অধিনায়কতা করেন। তদবলম্বনে 'রাণীর রণযাত্রা' রচিত। উহাতে লক্ষ্মীবাই যে ভাষায় আপন দলবলকে উৎসাহিত করিতেছেন, তাহা একজন স্বাধীন রাজ্যের অধীশ্বরীর মুখেই শোভন ; অন্যত্র উহা প্রলাপ মাত্র। দুঃখের বিষয়, ঝান্সীর রাণী ন্যায়তঃ একছত্রী ইংরাজরাজের অধীনস্থ হইয়াও সেই ইংরাজসরকারের বিপক্ষেই বিগ্রহে বা বিদ্রোহে

প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তথাপি কাব্যসৌন্দর্য্যের খাতিরে এ ক্ষেত্রে রাণীর মুখ দিয়া ঐরূপ প্রলাপ বাহির করানই আবশ্যক। ইতিহাস কি বলে জানি না, জানিবার প্রয়োজনও নাই; কাব্যের পক্ষে কিন্তু, বর্ণিত রাণীচরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী এই কল্পনাই সহজ, স্বাভাবিক ও সত্যের অনুকূল যে, রাজ্ঞী তৎকালীন দুরাশাপ্রেরিত, উদ্ভ্রান্ত-উদ্ধত উৎসাহ-উত্তেজনার আতিশয্যে ও আকস্মিক উচ্ছ্বাসে মূলেই ভুল করিয়াছিলেন;—আপনাকে স্বাধীন রাজ্যের অধিকারিণী জ্ঞান করিতেছিলেন।

বরেণ্য ভক্তরচিত বহু জীবনচরিতে গৌরাঙ্গে অতিপ্রাকৃত গুণগ্রামের আরোপণা এবং ঈশ্বরত্ব স্থাপনা হইয়াছে। এ নগণ্য ভক্তের সামান্য জ্ঞানে চৈতন্যচন্দ্র অসামান্য মানুষীমহিমায়ই সমুজ্জ্বল।—তাই আমার 'গৌরাঙ্গ' সেই ভাবেই চিত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র লেখকের শক্তি কি যে, মহাপুরুষের অপূর্ব্ব কার্য্যকলাপের অনুসরণ করে; তথাপি সেই মহাত্মার চরিতমাহাত্ম্য যতদূর বুঝিয়াছি, যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কোন সম্প্রদায়বিশেষ যেন বিশ্বাসকে বিদ্বেষ এবং

প্রকাশকে প্রতিবাদ বলিয়া ভ্রম না করেন। পাঠক-সাধারণের নিকট নিবেদন, আমি সকল স্থলে উক্ত চরিতকারগণের বর্ণিত প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য ঘটনা-বলীর যথাযথ অনুসরণ করি নাই ; তবে কোন স্থানে মূল সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে করি না। বর্ণনীয় চরিত্রগুলির ক্রম-বিকাশ ও পরিণতি সংসাধন এবং ঘটনানিচয়ের যথা-বিন্যাস ও সুসঙ্গতি সম্পাদনে দৃষ্টিদান, সর্ব্বপ্রধান কবিকর্ত্তব্য। তাই রসের সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসাধন এবং সৌন্দর্য্যের শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের জন্য মূল সত্য ও স্থূল তথ্যকে অব্যাহত রাখিয়া, কল্পনার নিরঙ্কুশ রাজপথে স্বচ্ছন্দ স্বাধীন বিচরণের অধিকার কাব্য ও কাব্য-কারের আছে।

গ্রন্থকার

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
আরতি	১—১০
বর্ষমঙ্গল	১১—১৭
দুঃখের সীমানা	১৮—২৭
সিন্ধুর প্রতি	২৮—৩৩
বিপত্নীক ও বিধবা	৩৪—৩৯
আভীরদম্পতি	৪০—৪৭
চাঁদ সওদাগর	৪৮—৫৭
ভীষ্ম	৫৮—৬৫
রাণীর রণযাত্রা	৬৬—৭০
বাঞ্ছিতা ও লাঞ্ছিতা	৭১—৭৪
উত্থান-গীতি	৭৫—৮৪
সমালোচনার সমালোচন	৮৫—৮৯
গৌরাঙ্গ	৯০—১৭৮